পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

আমাদের অনলাইন পেজ
আপডেট পেতে স্ক্যান করুন

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 5 ❑ Issue 47 ❑ 10 Feb. 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

মা তৃণমূলের প্রার্থী, মেয়ে কংগ্রেসের! সরগরম বনগাঁর রাজনীতি

সায়ন ঘোষ ও সৌম্যদীপ মল্লিকঃ পৌরসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই দিকে দিকে প্রার্থী বদলের দাবীতে সোচ্চার হয় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তার ব্যতিক্রম হয়নি বনগাঁ পৌরসভাতেও। একাধিক ওয়ার্ডে প্রার্থী বদলের দাবীতে লাগাতার মিছিল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা। কিন্তু অবশেষে আজ বনগাঁর ২২টি ওয়ার্ডেই তৃণমূলের পূর্ব নির্ধারিত প্রার্থীরাই মনোনয়নপত্র জমা করেছেন। তবে তার পাশাপাশি উঠে এল একাধিক গোঁজ' প্রার্থীর নামও। কেউ বিক্ষুব্ধ, আবার কেউ বলছেন, দলের টিকিট পাইনি তাই নির্দলে দাঁড়িয়েছি। আমরা দলের সঙ্গেই আছি।

এসবের মধ্যে আবার ভিন্ন ছবি উঠে এল বনগাঁর আঢ্য বাড়িতে। বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তণ চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্য তৃণমূলের টিকিটে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটে দাঁড়ালেও তার মেয়ে ঋতুপর্ণা আঢ্য কংগ্রেসের টিকিটে দাঁড়িয়েছেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। যে ওয়ার্ডে গত ১০ বছর কাউন্সিলর ছিলেন মা জ্যোৎস্না আঢ্য। এছাড়াও বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যের ভাই মলয় আঢ্যও এবারে

তৃতীয় পাতায়...

বাদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে জ্যোৎস্না আঢ্য, মনোনয়নপত্র জমা করার পর ঋতুপর্ণা আঢ্য ও মলয় আঢ্য। ছবি ঃ নিজস্ব

বিজেপি প্রার্থীকে মারধোরের অভিযোগ বনগাঁ অচল করবার হুমকি বিধায়কের

প্রতিনিধি ঃ মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে রাতে এলাকায় পতাকা টানানোর সময় বিজেপি প্রার্থীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মারধরের সেই ছবি সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনা ছড়াল বনগাঁয়। বুধবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় এলাকায়। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীর নাম দিগেন্দু বিকাশ বৈরাগী। অভিযোগের তীর তৃণমূলের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণা রায়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার কথা জানিয়ে বনগাঁ থানায়

নির্দল প্রার্থী হলেন তৃণমূলের প্রাক্তণ কাউন্সিলার

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে প্রীতি কণা মন্ডলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। যদিও প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সরব হয়েছেন ওয়ার্ডের বড় অংশের তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মঙ্গলবার বঙ্কিম স্মৃতি ময়দানে প্রতিবাদ সভা করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পৌর প্রধান শংকর আঢ্য। তিনি বলেন "কে বা কার মদতে ওয়ার্ডের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে তা কর্মীরা জানেন না। দোতালার ঘরে বসে কোন নেতা প্রার্থী চাপিয়ে দিয়েছেন। যিনি প্রার্থী হয়েছেন গত ৭ বছরে তাকে এলাকায় দেখা যায়নি। কর্মীরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন। কর্মীরা যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমি তার সঙ্গে আছি।"কর্মীরা জানিয়েছেন প্রার্থী পদ পরিবর্তন না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এদিনই নির্দল প্রার্থী হিসেবে মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর কবিতা বালা।

তৃতীয় পাতায়...

বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে চালু হলো প্রসূতিদের জন্য অস্ত্রোপচার বিভাগ, খুশি বাসিন্দারা

প্রতিনিধি ঃ দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে চালু হলো প্রসূতিদের জন্য অস্ত্রোপচার বিভাগ। বুধবার হাসপাতালে ওই বিভাগটির উদ্বোধন করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপস রায়, বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দুজন প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক, একজন এনেসথেসিয়ান ও একজন শিশু বিশেষজ্ঞ নিয়ে অপারেশন থিয়েটারটি চালু করা হল। বর্তমানে শুধু প্রসূতির অস্ত্রোপচার হবে এখান থেকে। এদিন সংগীতা সর্দার নামে এক গৃহবধূর সিজার করা হয়। বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন প্রশাসনিক বৈঠকের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানিয়েছিলাম, যা আড়াই মাসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বাস্তবায়িত করে দিলেন। এখন থেকে কোন প্রসূতি মায়েদের অন্য কোথাও যেতে হবে না। ভবিষ্যতে হাসপাতালটিকে ১০০ বেডের হাসপাতালে পরিণত করা হবে। বাগদা বিধানসভা এলাকায় কয়েক লক্ষ মানুষ বসবাস করেন। বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল তারা। যেকোন জটিল শারীরিক অসুবিধা হলে কিংবা প্রসূতি মায়েদের জরুরী প্রয়োজনে প্রায় ২৫কিলোমিটার দূর বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে এতদিন যেতে হত। তাই দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় মানুষেরা হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নতির দাবি জানিয়ে আসছিল। প্রসূতিদের জন্য সার্জারি বিভাগ চালু হওয়ায় খুশি বাগদার বাসিন্দারা।

বনগাঁ পৌরসভা পরিচালিত পার্কিং হস্তান্তর হল রাজ্য পরিবহন দপ্তরের হাতে

প্রতিনিধি ঃ রাজ্য প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী বনগাঁ পৌরসভা পরিচালিত পার্কিং রাজ্য পরিবহন দপ্তরের হাতে হস্তান্তর হলো। সোমবার দুপুরে বনগাঁ মহকুমা শাসকের অফিসে বনগাঁ পৌরসভার প্রশাসক ও পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বনগাঁ পৌরসভার প্রশাসক গোপাল শেঠ বলেন "রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনগাঁর মিলন পল্লী পার্কিংটি আরও উন্নত করার জন্য পরিবহন দপ্তরের হাতে চার্জ তুলে দেওয়া হল। এবার থেকে পরিবহন দপ্তর পার্কিংয়ের বিষয়ে দেখাশোনা করবে। রাজ্য সরকার পৌরসভার যে স্বার্থগুলো আছে সেগুলো দেখবে। বনগাঁর পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত বাণিজ্য চলে। সে কারণে কয়েক হাজার ট্রাক বনগাঁ পৌরসভার পার্কিং-এ এসে জড়ো হয়। এতদিন সেই ট্রাক গুলি থেকে শুল্ক আদায় করত বনগাঁ পৌরসভা। সম্প্রতি প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন আমদানি- রপ্তানি ব্যবসার জন্য রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় আসা ট্রাকগুলির পরিবহন কর রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা দিতে হবে।

LIC কর্মসংস্থান
LICI তে এজেন্ট নিয়োগ চলছে
স্টাইপেন্ড- ৫০০০ টাকা তৎসহ কমিশন।
উজ্জ্বল চন্দ (ডেভেলপমেন্ট অফিসার)
যোগাযোগ- ৭৯০৮৬২৯৪৬২ / ৯৯৩২৭২৯০৯৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৫ ❐ সংখ্যা ৪৭ ❐ ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

মনমতো প্রার্থী না পেয়ে বিক্ষুব্ধ সাধারণ কর্মীরা, উত্তাল বনগাঁর রাজনীতি

প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই সরগরম বনগাঁর রাজনীতি। একাধিক ওয়ার্ডে প্রার্থী বদলের দাবীতে মিছিল, পথ অবরোধে নেমে পড়েন তৃণমূলের দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। এমনকি প্রচারে বেরিয়ে বিক্ষোভের মুখেও পড়েন ৩নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন পুরপ্রশাসক গোপাল শেঠ। এদিকে পৌর ভোটে টিকিট পাননি বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে নিজের অফিসে বসে নিজেকে দলের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে দাবী করেন। অথচ তাঁর মেয়ে ঋতুপর্ণা আঢ্য, ভাই মলয় আঢ্য রাতারাতি কংগ্রেসে যোগদান করে কংগ্রেসের টিকিটেই ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তাও আবার তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে; যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন দলীয় নেতাকর্মীরা। তবে শঙ্কর আঢ্যের দাবী, "মেয়ে এবং ভাই দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। তাদের সিদ্ধান্তে আমি হস্তক্ষেপ করবো কেন?" এদিকে জোৎস্না আঢ্য মেয়ের প্রার্থী হওয়া নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি নন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী মা-বাবার অনুমতি ছাড়াই প্রার্থী হয়েছেন ঋতুপর্ণা আঢ্য? এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে মলয় আঢ্য বলেন "আমার বাবা প্রয়াত হারাধন আঢ্য কংগ্রেস করতেন। সে কারণে আমি কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছি। কে কোন দল থেকে ভোটে দাঁড়াবে সেটা তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার।"
এখন রাজনৈতিক মহলে কৌতুহল ছড়িয়েছে, শঙ্করবাবু এবার কী করবেন? তিনি কি এবার স্ত্রীর হয়ে প্রচার করবেন, নাকি ভাই ও মেয়ের হয়ে? তবে শঙ্করবাবুর ছাপ কথা, যদি কোন তৃণমূল প্রার্থী আমাকে প্রচারে ডাকে, আমি যাব।

দুই মেয়েকে পৈতে দিয়ে ছক ভাঙলেন পুরোহিত পিতা

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বৈদিক যুগে মেয়েদের উপনয়ন হতো। তারা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করতো। মৈত্রী, গার্গী, অপালা সহ ৩২জন বৈদিক নারী ঋষি ছিলেন যাঁরা বৈদিক সূক্ত (মন্ত্র সমষ্টি) রচনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে কিছু স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা অর্বাচীন কিছু নিয়ম তৈরি করে তাদের বেদ পাঠ এবং পৌরহিত্যের অধিকার কেড়ে নেয়। তৎকালীন সময়ে যে নারীরা অবিবাহিত থেকে আজীবন বেদচর্চা সহ সন্ন্যাস গ্রহণ করতো তাদের মস্তক মুণ্ডন করা হতো। এঁদের বলা হতো ব্রহ্মবাদিনী' এবং যাঁরা সংসার করতে চাইতেন তাঁদের বলা হতো 'সদ্যবধূ'। সদ্যবধূদের মস্তক মুণ্ডনের দেখিয়ে গেছেন।

প্রয়োজন ছিল না। আর পৌরোহিত্য শুধু ব্রাহ্মণ নয়, যে কোনো জাতিই করতে পারে। তবে এ বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ্য উপনয়নে যে গায়েত্রী মন্ত্র দান করা হয়, তা এক ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি' তিনি ঋষি বিশ্বামিত্র। এই মহর্ষি তপস্যার দ্বারা দ্বিজত্ব পান। এমনকি বর্তমানে বিবাহ কার্যে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তার সিংহভাগ অংশও এক নারীর রচনা। আমাদের ধর্মশাস্ত্র সেই সাক্ষ্য দেয় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধনায় এবং বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে বা দক্ষতায় বিদুষী এই নারীরা বহু ক্ষেত্রে পুরুষদেরও হার মানিয়েছেন। পুরুষপ্রধান আর্যভারতে নারীদের স্থান যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক ছিল। পরবর্তী যুগের নিষ্ঠুরতায় এই নারীদের অধিকার খর্ব হয়। যুগে যুগে বহু মনীষীরা নারীর সেই স্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, জীবনভর তাঁরা নারী আন্দোলনের দিশা

সেই সূত্র ধরেই বিশিষ্ট পুরোহিত তারকনাথ ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রী অনামিকা ব্যানার্জী তাদের কন্যাদ্বয়কে এই পৌরোহিত্য (পূজক)কর্মে বা পেশায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছেন। এই দম্পতির বক্তব্য, 'আজ নারীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাদের কর্মদক্ষতা এবং নিপুণতার যে পরিচয় দিয়ে চলেছেন যেমন- প্লেন চালক, ট্রাকচালক, ট্রেন চালক, টোটো চালক, সেনাবাহিনীতে সুরক্ষা প্রদান থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসক , শিক্ষাবিদ' সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের এবং সর্বোপরি আজকে আমাদের দেশ চালানোর ক্ষেত্রে রাজনীতিতে নারীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাহলে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে তারা যখন তাদের কর্ম দক্ষতা এবং নিপুণতার পরিচয় তারা প্রদান করছেন তাহলে পৌরোহিত্যের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে থাকবেন কেন? ঠিক এই জায়গাটা থেকেই নারীজাগরণ, যোগ্যতার নিরিখে নারীর মূল্য প্রতিষ্ঠা করতেই এই উদ্যোগ।

সম্প্রতি অশোকনগর থানার অন্তর্গত তরুণ পল্লীর তারকনাথ ব্যানার্জীর কিশোরী কন্যাদ্বয় নবমশ্রেণিতে পাঠরতা তমালিকা ব্যানার্জি(১৫) ও সপ্তম শ্রেণিতে পাঠরতা অয়ন্তিকা ব্যানার্জীর(১৩) বৈদিক মতে যজ্ঞ ও শাস্ত্রীয় নিয়ম-নীতি মেনে হাবড়া গণদীপায়নের বিশিষ্ট পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীহরিপদ চক্রবর্তীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং সহযোগী পুরোহিত সমীরণ চক্রবর্তীর সহযোগিতায় উপনয়ন (পৈতা)কার্য অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক যুগের কৃষ্টি-কালচার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর স্বাধীকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতেই এবং নারী জাগরণ তথা নারীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তারকবাবু এই উপনয়নের আয়োজন করেছেন। তমালিকা এবং অয়ন্তিকা এই কিশোরীদ্বয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, তারা তার পিতার সঙ্গে শাস্ত্রবিধি মেনে পৌরোহিত্য কার্যে তারা নিপুণতা অর্জন করবে। ইতিমধ্যে হাবড়া অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিক নারায়ণ রাহা তার বাড়ির পুজোর পূজক হিসেবে এই মেয়েদের আহ্বান করেছেন। শ্রীচক্রবর্তী সমাজের প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে হেঁটে অনেক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত এই উপনয়ন কার্য সমাধা করে স্বস্তির হাসি হাসলেন। মাঙ্গলিক সানাই বাদনে প্রখ্যাত শিল্পী সুমন গোলদার উপস্থিত সকলের নজরকাড়ে।

ফিরে দেখা আলো

অশোক কুমার হালদার

আলো আমাদের আছে, ছিল, তাই আলোর দেখা হয়। আলো মানে সুন্দর এবং চেতনা। মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের মধ্যে আলো দেখার ইন্দ্রীয় মানুষের চোখ। আর চেতনা অনুভব করার ইন্দ্রীয় জ্ঞানচক্ষু। যদি চোখের আলো দেখার ক্ষমতা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর বা নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসে। আর একে বলে দৃষ্টিহীনতা। অর্থাৎ আলোর আর বিচ্ছুরণ হয় না। চারিদিকে আঁধার নেমে আসে। অর্থাৎ দর্শন ইন্দ্রীয় আছে কিন্তু আলোর অভাবে বহিঃদর্শন হয় না। তখন চারিদিকে একরাশ আঁধার নেমে আসে। তখন জ্ঞান ইন্দ্রীয়ই একমাএ সহায় এবং সম্বল অনুভূতি। তখন তাল এবং বল, সোনা এবং তামার আর কোন পার্থক্য থাকে না।

শুধুমাত্র স্পর্শের দ্বারা বল এবং তালকে জ্ঞান ইন্দ্রীয়র অনুভূতির দ্বারা পৃথক করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু সোনা এবং তামাকে কোন রকম ভাবেও পৃথক করা সম্ভবপর নয়। আবার লাল ফুল না সাদা ফুল, তা পৃথক করা সম্ভবপর নয়, যদি চোখের আলো বা দৃষ্টি না থাকে। হয়ত ঘ্রাণ দ্বারা গোলাপ না চাঁপা ফুল পৃথক করা সম্ভবপর হতে পারে। স্বভাবতই বলা যেতে পারে, দৃষ্টিহীনতার পূর্বেরদেখা বসন্ত কাল এবং তার সৌন্দর্য্য মনন এবং দর্শন চেতনার অনুভূতি দ্বারা বিশ্লেষণ করা এক বস্তু আর দৃষ্টিহীনতার মধ্যে থেকে চেতনার অনুভূতির দ্বারা বস্তুকে বিশ্লেষণ করা আর এক বস্তু; তাতে কোন সন্দেহ নেই। চোখের দৃষ্ট বস্তু এবং পার্থিব বস্তুর মধ্যে একটি সেতু বন্ধনের মত কাজ করে। আর তার ফলে বস্তুর দর্শন চোখের দৃষ্টিতে এসে প্রতিফলিত হয় এবং তার ফলে ফিরে দেখা হয় আলোকে। তবে আলো দেখতে গেলে চোখের দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে। বিভিন্ন কারণে চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা ক্ষীণতর হতে পারে। এটি শারীরবৃত্তীয় কারণ বা মানসিক কারণ।

অথবা দুটো কারণই একই সঙ্গে একটি মানুষের মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। আধুনিক সভ্যতার কর্মচঞ্চল ও ব্যস্ততার কারণে চেতনার অনুভবের দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, চাষী আছে, চাষের জমি আছে, লাঙ্গল আছে এবং জমিতে চাষও হয়। কিন্তু উপযুক্ত ফসল জমি থেকে উৎপন্ন হয় না। এ ব্যপারে চাষী যখন কারণ অনুসন্ধান করে এবং জানতে পারে যে, তার কর্মের মধ্যে কোন দোষ নেই, দোষ তার জমিতে। কারণ, তার চাষের জমি অনুর্বর। অর্থাৎ বন্ধ্যা। আর তার কারণেই আশানুরূপ ফসল হয় না। এটিও এক ধরনের ফিরে দেখা। তবে হ্যাঁ, এটি চেতনার আলোতে দেখা।

বিশেষ রচনা

শব্দ দূষণ জিনের সজ্জারীতি বদলে দেয়

অজয় মজুমদার

১ম পর্ব

আবার একটা নতুন বছর এলো। আগের রাতের পাড়ায় ডি জে বক্স পিকনিকের ঢল আর খোলস মুক্ত শৃঙ্খলাহীন প্রকাশ পেল। খোলা আকাশের নিচে ডিজে বক্স গুম গুম করে বিকট শব্দে বেজে চলেছে। বাড়ির জানালা গুলিতে একটা ঝংকারের স্রোত খেলে যায়। সারা শরীরটা মিউজিকের তালে তালে সারাক্ষণই নাচতে থাকে। কিছু সময়ের জন্য মিউজিক বন্ধ হলেও, একটি ছেলেকে নাচতে দেখলাম তখনোও। আসলে মিউজিকের রেশ তার মধ্যে অর্থাৎ তার শিরা- ধমনীর রক্তস্রোতকে উদ্দীপিত করে ফেলেছে। এই উন্মত্ততা যুব সমাজকে কি ধ্বংস করে দিতে চায়? আজ এ এক বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উচ্ছৃঙ্খল আওয়াজকে বাঁধন হারা কে বা কারা করল ! শব্দ দূষণের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে চলেছে এই সাংস্কৃতিক বিকাশায়ন। শব্দ দূষণ বিষয়টি আজ নতুন কিছু নয়। নতুন বিষয় হল তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, সরকারি হুকুমনামা সত্ত্বেও। অতএব সেই পুরনো বিষয়টিকে আবার আলোচনায় না এনে উপায় দেখছি না।

এখানে জোরে জোরে কথা বললেই ৬০ ডি বি বা ডেসিবল উপরে উঠে যায়। খুব অল্প থেকে উচ্চ তীব্রতার শব্দও যদি কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে, তাহলে স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে। যে কোনো উচ্চশব্দ টেম্পোরারি থ্রেশোল্ড শিফট বা সাময়িক শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস ঘটায়। এক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা ও শান্ত পরিবেশ থাকতে শ্রবণ ভাগই হয় শব্দ দূষণ জনিত কারণে। ১৯৮০ সালে লি বেলানস ওরভিয়াস আইস কোম্পানির মধ্যে একটি মামলা চলছিল। মামলার কারণ হল— বরফ কাটার শব্দে প্রচন্ড অসুবিধা হয়। ফলে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছিল। ক'জনের আনন্দ-উল্লাস যদি অন্য জনের ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে কী হবে? আমাদের দেশে আদালতে কেস করলেও প্রমাণ দেওয়া কঠিন । প্রমাণ করলেও কেস চলবে অনন্ত কাল ধরে। রায় হলেও প্রশাসনিক স্তরে সেই রায়কে কতখানি মানা হবে। না মানা হলেও অবমাননার জন্য আবার মামলা করার ধৈর্য,স্পর্ধা, অর্থ কোনটাই নেই। সেজন্য মধ্যবিত্ত মননশীল শিক্ষাচর্চা যারা করেন,

তাঁদের শীতঘুম দেওয়া ছাড়া উপায় কী? এই শব্দ দূষণ শুধু যে শ্রবণের ক্ষতি করছে তাই নয়। শুধু যে বধির করে দেবে সে ভয়েও নয়। এখন শুধু খোলা মাঠ ময়দানে নয়, বদ্ধ রাতের নিশি নিলয়গুলিকে যে উচ্চগ্রামে মিউজিক সহ বিনোদন চলে ঘন্টাখানেক তাও মাদকতার সঙ্গে শরীরের এই শব্দব্রহ্ম এই বিকট উন্মত্ততা জন্ম দেয়।

যদি ধর্ষণ অপরাধীদের সমীক্ষা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, এদের মধ্যে বেশিরভাগই উচ্ছৃঙ্খল নিত্য ডিজে বক্সের গুমগুম আওয়াজের তালে নাচতে গেলে যে উন্মাদনার প্রয়োজন হয়, তা আসে মাদকদ্রব্য থেকে। একটি শৃঙ্খলিত অপরাধও অনিয়মিত অর্থনৈতিক বাতাবরণে আচ্ছন্ন। বিজ্ঞানী রোসেন এবং কুন্ড বলেন, শব্দ দূষণ ধোঁয়ার মত মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।

উচ্চস্বরের কোলাহল শুধু সমাজের ক্ষতিই করে না। ক্ষতি করে হৃদ- সংবহন জনিত সমস্যা, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ সৃষ্টি। এ ছাড়া কোলাহল যুক্ত পরিবেশে বেশি দিন থাকলে হাইপারটেনশন, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি সমস্যায় ভুগতে থাকে। শুধু তাই-ই নয়, বেশি আওয়াজের প্রভাবে মাতৃগর্ভে বিকশিত ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্র তৈরিতে বিঘ্ন ঘটে। তাহলে সহজেই অনুমান করা যায়, সেই শিশু জন্মগত মানসিক বিকলাঙ্গ অথবা শারীরিক বিকলঙ্গতা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা। শব্দদূষণে ক্রোধ সৃষ্টি হয়, যা মস্তিষ্কের ক্ষমতা হারায়। আবার দীর্ঘদিন শব্দ দূষণ মানুষের হতাশা সৃষ্টি করে।

চলবে...

মনোনয়নপত্র জমা করে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে তৃণমূল প্রার্থীরা।

‘কত সেনা চলছে সমরে’...

বনগাঁ পৌরসভা ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিবেন।

নির্দল প্রার্থী হলেন প্রাক্তণ কাউন্সিলার

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন" ওয়ার্ডের মানুষ আমাকে প্রার্থী হতে অনুরোধ করেছেন তাই প্রার্থী হলাম। প্রসঙ্গত কবিতা দেবীর স্বামী প্রশান্ত বালা বনগাঁ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন।

এবারও তিনি প্রার্থী দাবিদার ছিলেন। কিন্তু তাকে প্রার্থনা না করে প্রার্থী করা হয়েছে বনগাঁ শহর তৃণমূল সভাপতি দিলীপ দাসকে। তিনি ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা নন। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। কর্মীদের ক্ষোভের বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি আলোরানি সরকার বলেন" দল বড়, ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকবে, সব মিটেও যাবে।"

চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরশে ভৌমিক ঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে ‘আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে’ সংগীতের সাথে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে ৮ ফেব্রুয়ারি ৬৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রবীণা শিক্ষিকা দীপিকা ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি পাঁচুগোপাল দাস, সদস্য গৌতম দাস প্রমুখ। বিদ্যালয়ের জন্মদিন উপলক্ষে বিদ্যালয় অঙ্গন ও অনুষ্ঠান মঞ্চ ফুল-মালা, রঙিন কাগজ ও বেলুনে সাজানো হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত পরিচালক সমিতির সদস্যগণ সেই সঙ্গে উপস্থিত অভিভাবকসহ সকলকে স্বাগত জানান। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। স্বাগত ভাষণে সভাপতি পাঁচুগোপালবাবু বলেন, এই বিদ্যালয় মহকুমা তথা জেলার গর্ব। কিন্তু গত বছর অতিমারী কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে পড়ুয়াদের পড়াশুনোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এখন থেকে শিক্ষিকা, শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকগণকেও পড়ালেখার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। সেই সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা দেবীর কণ্ঠে মনোজ্ঞ সংগীত ও নবাগতা শিক্ষিকা বর্ষা বিশ্বাসের স্বরচিত কবিতাপাঠ উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। দূরদর্শনে নৃত্যশিল্পী বিদ্যালয়ের ছাত্রী সিঞ্জিনী সরকার, দুর্গা সাহা ও রাজন্যা প্রমুখ নৃত্যশিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করে।

লতা স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ সুর সম্রাজ্ঞী ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে সারা দেশের সাথে শোকাহত এরাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় নেতাকর্মীগণ কোকিলকণ্ঠী লতাজীর স্মরণে রাজ্যের সর্বত্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে। গাইঘাটা ব্লকেও দলের ব্লক-২ সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস ও চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও

দলের অঞ্চল সভাপতি দীপক দাস (রণা)-এর ব্যবস্থাপনায় চাঁদপাড়ায় জাতীয় সড়ক যশোর রোড সংলগ্ন দলীয় কার্য্যালয়ের সামনে লতাজীর স্মরণে ফ্লেক্স টাঙিয়ে এবং প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মী ও সমর্থকগণ।

অগ্রগামী ক্লাবের রক্তদান উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ অতিমারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে রক্তের সংকট ঘোচাতে এক স্বেচ্ছা রক্তদান উৎসবের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া অগ্রগামী ক্লাবের সদস্যগণ। গত ৩০ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মাগান্ধীর ৭৪তম তিরোধান দিবসে গ্রামের দক্ষিণপাড়া কালীমন্দির অঙ্গনে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে বনগ্রাম জে.আর. ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ মোট ৭০জন স্বেচ্ছা রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন। শিবিরে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কাজল ঘোষ, মন্দির কমিটির সভাপতি গৌতম চক্রবর্তী, প্রবীন গ্রামবাসী সত্যরঞ্জন মৌলিক, শিক্ষক পার্থ বিশ্বাস প্রমুখ। এদিন অন্যতম সংগঠক জনার্ধন চক্রবর্তী বলেন, রক্তদান উৎসবকে সার্থক করে তুলতে গ্রামের মানুষজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে ১৮নং ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী হিমাদ্রী মণ্ডল।

সরস্বতী পুজোয় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও সরস্বতীপুজো উপলক্ষে নানা অনষ্ঠানের আয়োজন করেছিল নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা। ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীপঞ্চমী তিথির সকালে সংস্থার সঙ্গে কক্ষে সাড়ম্বরে বাগদেবীর আরাধনায় অংশগ্রহণ করেন সংস্থার সকল সদস্য-সদস্যাগণ। সন্ধ্যায় পুজো অঙ্গনে সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এরপর সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী স্মৃতি চক্রবর্তীর পরিচালনায় সংস্থার সদস্য সমৃদ্ধি কুণ্ডু, তনুশ্রী রায়, উস্‌মিতা পাইক, তিথি রায়, মনোজ দাস, রাণা রায়, নন্দিনী মিস্ত্রী দেবার্ঘ্য পাইক প্রমুখ নৃত্যশিল্পীগণ রবীন্দ্র ও লোকনৃত্য পরিবেশন করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিকার পলাশ মণ্ডল, অলোকানন্দ বসু ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে বিদ্রোহী কবি নজরুল ও কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান পলাশ মণ্ডল ও অলকানন্দ বসু। অনুষ্ঠানে আলোকবর্তিতা ভট্টাচার্যের কণ্ঠে দেবী সরস্বতীর উপর কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত সকলের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সবশেষে সংস্থার অন্যতম কুশীলব স্মৃতি চক্রবর্তীর নির্দেশনায় পরিবেশিত হয় জ্ঞানদানন্দিনী রচিত ছোট বড় সকলের ভালোলাগার নাটক ‘টাক ডুমা ডুম’।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে দলীয় প্রার্থীদের আলোরানি সরকার।

মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে যাওয়ার পথে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি আলোরানি সরকারের হাত নিজের মাথায় টেনে নিলেন বনগাঁর প্রাক্তণ উপ পুরপ্রধান কৃষ্ণা রায়।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে সহকর্মীদের সঙ্গে বনগাঁ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী। বাদিকে সমিরণ মাহাতো, মাঝে প্রার্থী প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ও ডান দিকে উল্লাসরত জয়দেব হালদার।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার পথে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী ঋতুপর্ণা আঢ্য।

M. 8250131562 9333055067

গৌতমের
সরকার অনুমোদিত
দি স্পন্দন
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্ম্মেনীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয় এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

চাঁদপাড়ায় শুরু হল অনূর্দ্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ ফেব্রুয়ারি চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন ময়দানে স্থানীয় মিলনী ক্লাব ও প্লেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ও এসএ ক্রিকেট একাডেমীর পরিচালনায় শুরু হল ২৪ দলীয় এক আকর্ষনীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এদিন বেলা ১১টায় চাঁদপাড়ার প্রবীন ক্রিকেটার অলক রায় ও অপু সেনগুপ্ত বল ও ব্যাট করে আয়োজিত টুর্নামেন্টের সূচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যতম ক্রীড়া সংগঠক ও সমাজকর্মী নন্দদুলাল দাস, অনুপ দত্ত ও বিশিষ্ট ক্রীড়া প্রশিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস প্রমুখ।

পরিচালক সুশান্ত বাবু জানান, অনূর্দ্ধ ১৫ ও ১২ বৎসরের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ২৪টি টিম অংশ গ্রহণ করছে। ৪০ ওভারের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে লীগ কাম নক্ আউট প্রথায় দেড় মাস ধরে চলবে। ছোটদের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে এলাকার ক্রীড়া প্রেমীদের মধ্যে বেশ উৎসাহ- উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মহকুমায় সাড়ম্বরে সম্পন্ন বাগ্‌দেবীর আরাধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ পশ্চিমি ঝঞ্জা ও নিম্নচাপের অকাল বর্ষন কাটিয়ে শনিবার সকালেই রোদ ওঠে ঝলমলিয়ে। ফলে খুশিতে মেতে ওঠেন ছাত্র ছাত্রীসহ সাধারণ মানুষজন। সকাল থেকেই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে ছোটরা। বাড়ি বাড়ি ছাড়াও স্কুল কলেজ, ক্লাব, গ্রন্থাগার, আদালত চত্বরসহ পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী পুজো নিয়ে মেতে ওঠেন ছোট বড় সকলেই।

চাঁদপাড়ায় ঢাকুরিয়া হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও এদিন সাড়ম্বরে পুজোর আয়োজন করে। সকালেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ ছাত্রীরা। বনগাঁ মহকুমা আদালত চত্বরে ফিবছরের ন্যায় এবছরও থিম পুজোর আয়োজন করে ল'ইয়ার্স ক্লাবর্স ফোরাম। এবারে তাদের থিম ছিল 'প্রকৃতির কোলে ঈশ্বরও দোলে'। ফোরামের সভাপতি তথা এবছরের থিম নির্মাতা মহিবুল সিদ্দিকী (তুহিন) বলেন, আমরা আমাদের থিমের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিস্থিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এদিন সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে আদালত চত্বরে দর্শনার্থীদের খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং প্রায় পাঁচশত লোক খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করে। এছাড়াও বরাবরের মত দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ হাই স্কুল, কুমুদিনি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে চলে আসেন। পুজো শেষে সকলের হাতে প্রসাদ তুলে দেয় বিদ্যালয়ে ছাত্র-সরস্বতী পুজো দেখতে ভিড় জমায় দর্শনার্থীরা।

বনগাঁ মহকুমা অফিসের সামনে

বিজেপি কর্মীদের পিকনিকে বিধায়ক স্বপন মজুমদার

নীরেশ ভৌমিক ঃ শীতের মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় চলছে বনভোজন। তবে এবারে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের পিকনিক রাজ্যবাসীর নজর কাড়ছে। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ইতিমধ্যেই দলীয় নেতাকর্মী ও মতুয়াদের নিয়ে তাঁর সংসদীয় এলাকার বিভিন্নস্থানে কয়েকটি পিকনিক সেরে ফেলেছেন। গত ৮ ফেব্রুয়ারি চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায় বনগাঁ দক্ষিণের নির্বাচনী কার্যালয় অঙ্গনে বিজেপির স্থানীয় কার্যকর্তা ও দলীয় কর্মীগণ বনভোজনে মিলিত হন। দলের শতাধিক নেতাকর্মীর সাথে এদিনের মিলন মেলায় উপস্থিত হন স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। বিধায়ক শ্রী মজুমদারকে পেয়ে অতিশয় খুশি উপস্থিত বিজেপি নেতাকর্মীগণ।

জামিন পেলেন রনপতি

প্রতিনিধি ঃ অবশেষে জামিন পেলেন নহাটা কলেজ কান্ডে অভিযুক্ত কলেজকর্মী রনপতি রায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গোপালনগর থানার নহাটা যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের হিসাব রক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান করনিক রনপতি রায় কলেজের কতিপয় অস্থায়ী কর্মীর অবৈধভাবে বেতন প্রদানে আপত্তি জানান। ফলে সেই সমস্ত কর্মীরা অফিস কক্ষেই রনপতির উপর চড়াও হন, মারধোর করেন বলেও অভিযোগ। কলেজের অধ্যক্ষ অর্ণব ঘোষ অবশ্য রনপতিবাবুকে মারধোরের অভিযোগ স্বীকার করেন, তবে রনপতি বাবুর কিছু ত্রুটির কথাও বলে। অধ্যক্ষকে জানিয়ে রনপতি বাবু তাকে মারধরের ঘটনা জানিয়ে স্থানীয় গোপালনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গত ১০ জানুয়ারি রনপতি অধ্যক্ষের কক্ষে গিয়ে তাঁকে মারধরের ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ দাবি করেন। তা না পেয়ে অধ্যক্ষের ঘরের দরজা বন্ধ করে তার উপর চড়াও হন, মারধোর করেন বলেও অভিযোগ। চিৎকার চেঁচামেচিতে কলেজের অন্যান্য কর্মীরা ছুটে এসে দরজা ভেঙে অধ্যক্ষকে রক্ষা করেন। এ সময় রনপতি তার ব্যাগ থেকে দা বের করে অন্যান্য কর্মীদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়েন বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর পেয়ে গোপালনগর থানার পুলিশ এসে রনপতিতে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। পরদিন বনগাঁ মহাকুমা আদালতে তাঁকে তোলা হয়। বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রতিবেশী শিক্ষক বংশীবদন বিশ্বাস রনপতির পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ান। রনপতির হয়ে মামলা লড়ার জন্য বিশিষ্ঠ আইনজীবী সমীর দাসের দ্বারস্থ হন বংশী বাবু। অবশেষে গত ৩১ জানুয়ারি তাঁর জামির মঞ্জুর হয়। পরদিন বাড়ি আসেন রনপতি বাবু। প্রতিবেশী পতিত পাবন ব্যানার্জী জানান, প্রতিবাদী চরিত্র ও সাংস্কৃতিক কর্মী রনপতির জামিন হওয়ায় খুশি আত্মীয় পরিজন সহ স্থানীয় মানুষজন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পথে তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ দাস

আপনার এলাকার যে কোন পরিস্থিতির ভিডিও করে পাঠান আমাদের দপ্তরে... সরাসরি সম্প্রসারিত হবে আমাদের চ্যানেলে। বিস্তারিত খবর দেখতে নিচের লিংকে যান বা পাশের কোড স্ক্যান করুন।

সার্বভৌম সমাচার

We are coming very soon with **"J.R. Films International Film Festival-2022"** Please follow our facebook page and participate in our film festival with your films, Documentary Shorts & Music Videos.

বারাসাতের J.R.Films আয়োজন করতে চলেছে তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব - "J.R.FILMS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2022". J.R.Films উৎসব কমিটি এই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে চেয়েছিল ২০২০ সালে। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে সেটি করা সম্ভব হয়নি। এখন সেই পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে J.R.Films. আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি,২০২২ ছবি জমা নেওয়ার কাজ শুরু করছে উৎসব কমিটি। উৎসব কমিটির পরিচালক জয়ন্ত মণ্ডল বলেন, "এই উৎসবে থাকবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, তথ্য চিত্র এবং মিউজিক ভিডিও। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে দুই দিন ধরে, ৩০ এপ্রিল ও ১ মে, ২০২২"। শ্রী মণ্ডল আরও বলেন, "ছবি জমা দেওয়া যাবে Film freeway অথবা Google form -এর মাধ্যমে। বিস্তারিত জানতে অংশগ্রহনকারীরা যোগাযোগ করতে পারেন jayantam04@gmail.com এই Email-এ।"

Mob.- 9836643145

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তুদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।
পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**